সমকাল

তারিখ 2 AUG 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

মানিকগঞ্জে স্কুলে ফিরেছেন সেই ৮ নারী শিক্ষক

■ মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

সভাপতির হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার আশঙ্কায় বিদ্যালয়ছাড়া আট নারী শিক্ষককে নিরাপত্তা দিয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে এনেছেন। তবে শুধু নিরাপত্তাই নয়, তাদের সঙ্গে সভাপতি যে অসদাচরণ করেছেন তারও বিচার চান শিক্ষকরা।

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার নতুনবসতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সেলিম মিয়ার হুমকির মুখে গত সোমবার আট নারী শিক্ষক স্কুলে উপস্থিত হননি। তারা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে হাজিরা দেন। লিখিতভাবে সভাপতির বিরুদ্ধে অসদাচরণ এবং আর্থিক অনিয়ম তুলে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করেন শিক্ষকরা।

মঙ্গলবার বেলা ১১টায় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ শাহাদত খোন্দকার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আলেয়া ফেরদৌসী শিখা, সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু সালেক তৌহিদুর ইসলাম আট নারী শিক্ষকসহ ওই স্কুলে যান। সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সেলিম মিয়াসহ অন্য সদস্যরা। দু'পক্ষের কথা শুনে কর্মকর্তারা শিক্ষকদের ক্লাস নেওয়ার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে সভাপতিসহ অন্য সদস্যদের বিদ্যালয় পরিচালনায় সহযোগিতা করতে বলেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ শাহাদত খোন্দকার বলেন, বিষয়টি ভুল বোঝাবুঝি থেকে হয়েছে। শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটি ওয়াদা করেছে, তারা মিলেমিশে কাজ করবেন।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আলেয়া ফেরদৌসী শিখা সাংবাদিকদের বলেন, শিক্ষকদের সঙ্গে মিস বিহ্যাভ করা হয়েছে। সভাপতির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ পেয়েছে, তা ক্ষতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবেন বলেও তিনি জানান।

প্রধান শিক্ষক শাহান আখতার বলেন, আমিসহ সহকর্মীরা এখনও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।

বিদ্যালয়ের সভাপতি সেলিম মিয়া বলেন, তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো সত্যতা পাননি উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। তবে তিনি তার ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত।

এ বিষয়ে মানিকগঞ্জের জেলা প্রশাসক নাজমুস সাহাদত বলেন, শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখার জন্য কর্মকর্তাদেরসহ শিক্ষকদের স্কুলে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি উপজেলা শিক্ষাবিষয়ক সভায় আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, নারী শিক্ষকদের নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।